

বিশ্ব নারী দিবস

নারী হয়ে নয় মানুষ হিসাবেই বাঁচতে চাই

গত ৮ ই মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্ব নারী দিবস। প্রতি বছর এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ধারাবাহিকতায় মিরপুর আস্তানা শরীফে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন - ফারজানা মোস্তাকিমা, ফাতেমা তুজ জোহরা, আশরাফী জামান, সামিয়া লাবনী, ফরিদা খাতুন মনি, ডা. শ্রাবনী, ফরিদা ইয়াসমিন, আফরোজা রত্না, মিরপুর আস্তানা শরীফ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য মনিরা জামান দিপু, শাহ্ নাসরীন ও সভাপতি খালেদা খানম রুন্না। সামিয়া লাবনী বলেন, নারীকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে মানুষ হিসেবে। মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে জাতি ও দেশের মধ্যে দুর্নীতি কমবে এবং কোন নির্যাতনও থাকবে না। নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেই তবেই আমরা এ থেকে বের হতে পারব।



আলোচনায় (উপরে বাঁ থেকে) : খালেদা খানম রুন্না, শাহ্ ফাতেমা আফরোজা, ফরিদা ইয়াসমিন, মনিরা জামান, হাসিনা জামান, আফরোজা রত্না।
(নিচে বাঁ থেকে) : ডাঃ শ্রাবনী, ফরিদা খাতুন, সামিয়া লাবনী, আশরাফী জামান, ফাতেমা তুজ জোহরা, ফারজানা মোস্তাকিমা।

ফরিদা খাতুন বলেন, বর্তমানে দেশের বেশির ভাগ নারী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক নারী ভোটের। তারপরও বাংলাদেশে নারীর অবস্থান কোথায়! তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকলে এক কাতারে এসে নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারবে। ডা. শ্রাবনী তার বক্তব্যে নারীর সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেন। আমি একজন মেয়ে এই চিন্তা না করে আমি একজন মানুষ এই চিন্তা করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

ফরিদা ইয়াসমিন নারীদের পূর্ণ অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, মা, মাটি ও মানুষ এই তিনটিই চরম সত্য। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক পরিবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখাই নারীদের প্রধান কাজ। সে কাজে আমাদেরকে আরো সচেতন ও বেগবান হতে হবে।

আফরোজা রত্না বলেন, সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা ধরে রাখতে হবে। শুধু ঘরে নয়, আজ নারীদের ঘর থেকে বেরিয়ে সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সারা বিশ্বে নিজেদের ছড়িয়ে পড়তে হবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য। তিনি বলেন, আমাদের দরকার পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, কিন্তু করুণা নয়। সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও নারীরা আজও বঞ্চিত। তিনি আরো বলেন, আমরা প্রতিদিনই নারী দিবস পালন করব।

মনিরা জামান দিপু বলেন, আমরা সারা দেশে সমাজে নারী দিবস পালন করছি অথচ কেন আমরা পুরুষ দিবস পালন করি না? এই থেকে বোঝা যায় নারী পুরুষ বৈষম্য আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা তাদের যোগ্যতা প্রকাশ করতে পারছে না। আজ কারো সহযোগিতা কিংবা সহমর্মিতা নেই আত্মসচেতনতার অভাবে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষায় নারীদের আরো অগ্রগামী হতে হবে।

সভাপতি খালেদা খানম রুন্না বলেন, আমরা নারী হয়েও আজ অধিকার বঞ্চিত। আজ নারী দিবস বলব না। বলবো, আজ পুরুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ দিবস। আমরা জবাব চাই বিশ্ব বিবেকের কাছে, আধুনিক সভ্যতায় কেন আমাদের নারী দিবস পালন করতে হচ্ছে। আজকে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা সোচ্চার। বাংলাদেশের মেয়েরা বেশি লাঞ্চিত হয় তথাকথিত ধর্মের কারণে। চাকুরীজীবী নারীরাও নিগৃহীত হচ্ছে। মেয়েদের সুখ নষ্ট করছে অশিক্ষিত ও আত্মঅহংকারী পুরুষ সম্প্রদায়। মেয়েদের সামাজিকভাবে নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

নারী অধিকার পরিবার থেকে আসতে হবে। একটি পরিবারে ছেলে বাবা-মার জন্য কি করে আর মেয়েরা কি করে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অপরদিকে সংসার জীবনে বেশিরভাগ নারীই শুধু স্বামী দ্বারা নির্যাতিতই নয় ছেলে সন্তান দ্বারাও নির্যাতিত হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্য। শাহ্ নাসরীন বলেন, সবার আগে আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। পরনির্ভরশীল না হয়ে প্রতিটি নারীকেই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা থাকতে হবে। তবেই নারীরা তাদের নিজেদের প্রবৃত্তিসমূহকে সংস্কারের মাধ্যমে উত্তরণ ঘটাতে পারবে।

তিনি বলেন, আজকের মত বিনিময় সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসতে সহজ ও সরল পথের সন্ধান করা। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য না রেখে মানুষ হিসেবে একসাথে চলা।

উপস্থিত ভক্ত, আশেকান ও অতিথিবৃন্দ গভীর মনোযোগ সহকারে সবার বক্তব্য শোনে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

পরিশেষে সবাই সভাপতির সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দৃঢ় চিন্তে শপথ নেন আমরা সত্যের পথ ধরে এগিয়ে যাবো। □